দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... APR 17 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

108

শিক্ষকদের সদাচরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবৈধ কাজকর্ম বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে খবরে প্রকাশ। সম্প্রতি ডিনস কমিটিতে নাকি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষকদের আচরণে উন্নতি হবে কিনা তাতে না যেয়েও বলা যায় উদ্যোগ নেয়াটাই শুভ লক্ষণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অধিকাংশই বাইরের কোন না কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের বাইরে তারা বিভিন্ন এনজিও, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ, কোচিং সেন্টার, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পার্ট টাইম শিক্ষকতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত ও সুপরিচিত প্রবীণ শিক্ষকরা নাকি এ ব্যাপারে এগিয়ে আছেন। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে এনজিও ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি বা অনুমতি না নিয়েও শিক্ষকরা বাইরে বৈধ সংস্থার সঙ্গে বৈধ সম্পর্ক রাখতে পারেন। তবে তাতে আর্থিক লাভের কোন ব্যাপার থাকবে না। অনুমতি সাপেক্ষে কেউ বাইরের কাজ করলে সম্মানীর শতকরা ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হবে। খুব কম শিক্ষকই এ নিয়ম মানেন।

বাইরে কাজ করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক মাসের পর মাস ক্লাস নেন না। অনেকে ডিপার্টমেন্টেও যান না। অনেকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ পর্যন্ত উত্থাপিত হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বলেছেন, গত কয়েক মাস ধরে বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবৈধ কার্যকলাপ ও তাদের কর্তব্যে অবহেলা নিয়ে অভিযোগ বহুবার তোলা হয়েছে। বর্তমানে এসব অভিযোগ যারা খতিয়ে দেখছেন, তাদের কতজন নিয়মিত পড়ান, সময়মত পরীক্ষার খাতা দেখেন বা অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন তাও আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত। শিক্ষকরা শিক্ষকদের বিচার করতে পেরেছেন, এমন দৃষ্টান্ত কম। তবুও আমরা আশা করবো, এই উদ্যোগের পর শিক্ষকদের নিয়মনীতি মেনে চলার ব্যাপারে উন্নতি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আর কত নামলে শিক্ষা কর্মকর্তাদের টনক নড়বে? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সদাচরণের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনেরও একটা ভূমিকা থাকা উচিত।

বেতন-ভাতার বাইরে অর্থ উপার্জনের প্রবণতা সকল শ্রেণীর চাকরিজীবীর মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান। শিক্ষকরাই বা এই সামাজিক ব্যাধি থেকে দূরে থাকবেন কেন। সরকারি স্কুল-কলেজের বহু শিক্ষক বেতন-ভাতার কয়েকগুণ আয় করেন প্রাইভেট টিউশনি করে। সরকারি ডাক্তাররা যেমন প্রাইভেট প্র্যাকটিস বা ক্লিনিকে কাজ করে টাকা আয় করেন। নিজ নিজ দায়িত্ব ভালভাবে পালন করে শিক্ষক ও অন্য পেশাজীবীরা যদি এসব কাজ করতেন, তবে হয়তো বড় ধরনের ক্ষতি হতো না। কিন্তু প্রাথমিক দায়িত্ব অবহেলা করে শিক্ষকরা শিক্ষা ব্যবস্থার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দুর্নীতি শেখাচ্ছেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হওয়া উচিত ছিল 'রোল মডেল।' আমাদের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকরা যদি নিজেরাই নিয়ম-কানুন আমল না করেন তবে তারা ছাত্রদের সদাচারণ শেখাবেন কেমন করে?